অধ্যাবসায় সহায়ক কেরিওগ্রাফ

প্রশিক্ষণকালের মেয়াদ শেষ হলেও কেরিওগ্রাফের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে কেরিওগ্রাফ বদ্ধপরিকর। ২ মাস মেয়াদে ২৬টি ক্লাস নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে ছাত্রদের গুণগত মান অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থায় ইন্টারভিউতে পাঠানো হয়।

ক্রমাগত ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের পরও সফল না হলে কেরিওগ্রাফ তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়। যাতে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়। এক কথায়, যতক্ষণ না কোনও ছাত্র মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ - এর চাকরি না পান, ততক্ষণ তার পাশে থাকে কেরিওগ্রাফ।

Career সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

কলকাতা - 98369 70475 / 98360 62931 | দুর্গাপুর - 98741 82795 | আসানসোল - 98741 97671

CARREOGRAPH
Institute of Management Studies

Kolkata :
227D, A. P. C. Road,
Shyambazar,
Kolkata- 4

Durgapur :
3/6, Doctor's Colony,
City Center,
Durgapur- 16

Asansol :
57, Dr. M. N. Saha
Road, Purbasha
Lane, Asansol- 1

Visit us : www.carreograph.com

কেরিয়ারের সঠিক পদক্ষেপের জন্য

CARREOGRAPH

ওষুধ শিল্প ও এই সময়

অন্য শিল্পের মতো বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে 'ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি'তেও। উল্লেখ্য যে, বিশেষ আর্থিক মন্দার সময়েও এই শিল্পে তেমন প্রভাব পড়েনি। ভারতবর্ষের G.D.P অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার যেখানে ৫.৭%, সেখানে কেবলমাত্র ওষুধ শিল্পেই ১৪%। বর্তমানে ভারতবর্ষে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির বাজার ১ লক্ষ কোটি টাকার উপরে। প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি ফার্মা সংস্থায় ১১ লক্ষ দক্ষ কর্মী কর্মরত।

বর্তমানে, প্রযুক্তির উন্নয়নে গবেষণা এবং তথ্যবিনিময়ের মাধ্যমে এই শিল্পের রমরমা বিশ্বব্যাপী। ক্রমবর্ধমান বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওষুধ শিল্প ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী শিল্পের সম্ভাবনা। চাহিদা বাড়ছে দক্ষ কর্মীরও।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ঃ ক্ষেত্র ও কর্মপদ্ধতি

প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানও স্বপ্ন ছোঁওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। সুদীর্ঘ সময়ের গবেষণায় বহু পুরনো তত্ত্ব ও তথ্য পরিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু উন্নয়নের সঙ্গে সময়ের একটা সম্পর্ক আছে তাই বলা যায় পঞ্চাশ বছর আগের চিকিৎসা পদ্ধতি বা প্রয়োগ যা ছিল তা এখন আরও আধুনিক। সুতরাং একজন চিকিৎসককে সমসাময়িক হয়ে উঠতে হয় সুষ্ঠু পরিষেবার স্বার্থে। একটি বিপণন পরিকাঠামোর মাধ্যমে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা চিকিৎসককে সমসাময়িক হওয়ার তথ্য যোগান দেয়। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা এমন একটি বিজ্ঞান, যা চর্চার এবং উপভোক্তার মূল মাধ্যম ডাক্তার। ফলে ডাক্তারকে তত্ত্ব, তথ্য এবং প্রয়োগে আধুনিক হতে হয়। তাঁকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্ম্পকে অবগত করানোই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ- এর কাজ। কার্যত একটি দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ- এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পেশাগত স্বাবলম্বন ও উন্নয়ন

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ছাড়াও চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নে উৎপাদনকারী সংস্থা ও চিকিৎসক সরাসরি যুক্ত। যারা ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিকিৎসকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র পৌঁছে দেন তারাই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভই একমাত্র পেশা, যা শুরুতেই প্রযুক্তি প্রয়োগ ও বাজার বুঝতে সাহায্য করে, যা হল স্বাবলম্বনের মূলধন। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন আরও সমৃদ্ধ হয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পৌঁছন, তখনই হয় প্রকৃত উন্নয়ন। অর্থাৎ একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রমান্বয়ে পৌঁছে যেতে পারেন জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে। এভাবেও বলা যায়, একজন ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার বা জেনারেল ম্যানেজার কখনও না কখনও মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভই ছিলেন।

এই পেশায় উন্নতির পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ

পেশা প্রবেশের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতামান

যে কোনও শাখায় স্নাতক উত্তীর্ণরাই এই পেশায় নিযুক্ত হতে পারেন। ন্যূনতম স্নাতকস্তরে শেষ বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীও এই সুযোগ পেতে পারেন। বয়স অনুর্ধ ২৪। ইংরেজি বলার দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও শারীরবৃত্তীয় বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হতে পারে।

উপার্জনের সুযোগ

এই পেশায় আয়ের পথ ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে। একজন নবীন স্নাতক চাকরির শুরুতেই কমপক্ষে ৮ থেকে ১৬ হাজার পর্যন্ত বেতন পেতে সমর্থ হন। নিযুক্ত সংস্থার সুনাম এই ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মাসিক বেতন ছাড়াও যেসব সুবিধা পেয়ে থাকেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা —

প্রাত্যহিক ভাতা — ১৫০-৩০০

মোবাইল ইন্টারনেট — ৫০০-৭৫০

মোটর বাইক — ১০০০-১৫০০

সফল মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রযত্নে কেরিওগ্রাফ

যে কোনও ক্ষেত্রেই সফলতার অন্যতম উপকরণ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘ পথপরিক্রমাই পৌঁছে দিতে পারে পথের শেষে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য কেরিওগ্রাফ-এ রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিভাগ। যে বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা।

প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা প্রার্থীর যেসব গুণাবলীকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তা বিবেচনা করেই কেরিওগ্রাফের ট্রেনিং তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

- বিষয়গত জ্ঞান
- বাজার ও বিপণন প্রক্রিয়া
- ইন্টারভিউ-এ সফল হওয়ার খুঁটিনাটি ।

প্রশিক্ষণের সময়কাল ২ মাস। প্রথমত, চিকিৎসা ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করানো হয়। দ্বিতীয়ত, ওষুধ সংস্থা, বাজার, বিপণন, নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শেখানো হয়। তৃতীয়ত, যে বিষয়ে নজর দেওয়া হয় তা হল, ইংরাজি বলার পারদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ইন্টারভিউ-এর জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রার্থী যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তার প্রতিটি বিষয়েই বিশেষ নজর দেওয়া হয়। যা ইন্টারভিউতে সফল হওয়ার চাবিকাঠি।

অন্যান্য যেসব দিক এই চাকরিতে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হয়, তা হল—

- প্রার্থী কোন এলাকায় বসবাস করেন।
- প্রার্থীর মোটর বাইক আছে কি না।
- ইংরাজী বলার দক্ষতা।
- বিষয়গত জ্ঞান।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে

Cipla গুরুত্ব দেয় বিষয়গত জ্ঞানের দিকে।

Alkem-এর পছন্দ এলাকাভিত্তিক প্রার্থী।

Apex গুরুত্ব দেয় সাবলীল ইংরাজী বলার দক্ষতাকে।

Lupin এ ক্ষেত্রে প্রার্থীর বাইক আছে কি না, তার উপরে গুরুত্ব দেয়।

অন্যদিকে Nicholas, Ranbaxy, Glaxo-র মত কোম্পানীরা চায় প্রার্থী শহর ও জেলার যে কোন জায়গাতেই থেকে কাজ করতে প্রস্তুত।